আগামী দিনগুলোতে কি উপায়ে বিপর্যয়-পূর্ববর্তী উৎপাদনপ্রক্রিয়ার প্রত্যাবর্তন ঠেকানো সম্ভব?[1]

ব্রুনো লাতুর

এই মুহূর্তে আমাদের চিন্তা-ভাবনাকে বিপর্যয়-পরবর্তী ভব্যিষতে অভিক্ষেপ করাটা হয়তো একটু মুশকিল, বিশেষত যেখানে স্বাস্থ্যকর্মীরা এখনও প্রতিনিয়ত এই অতিমারীর সাথে লড়াই করে চলেছেন, অগুনতি শ্রমিক কর্মহারা, এবং অনেকক্ষেত্রে মানুষের শেষকৃত্যটুকুও ঠিকভাবে সম্পন্ন করা যাচ্ছে না। অথচ, এখনই আবার সবচেয়ে উপযুক্ত সময় নিশ্চিত করার যে অতিমারী-পূর্ব জলবায়ু ও প্রাকৃতিক সংকট সম্বন্ধে উদাসীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আমরা যেন ফিরে না যাই। বস্তুত, এই স্বাস্থ্য সংকট কোনো বৃহত্তর সংকটের কেবল অংশমাত্র নয় (কারণ সংকট সততই পরিবর্তনশীল), বরং নিরবিচ্ছিন্নভাবে হয়ে চলা জলবায়ু পরিবর্তনের একটি প্রকাশ। স্বাস্থ্য সংকট থেকে যদি বা 'বেরিয়ে আসা' যায়, জলবায়ু সংকট এড়ানো অসম্ভব। যদিও দুটো সংকটের মাত্রা এক নয়, তবুও একটির সাহায্যে অন্যটিকে বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। এই স্বাস্থ্য সংকট থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা যদি জলবায়ু সংকটের মোকাবিলায় যথাযত সচেতন ও সজাগ না হই, তাহলে সেটা যথেষ্ট আপশোসের কারণ হবে।

এই স্বাস্থ্যসংকটের প্রথম শিক্ষাটা বেশ বিস্ময়করও বটে: এটা প্রমাণ হয়ে যাওয়া যে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এক পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যা কিনা একরকম অপরিহার্য বলেই মান্যতা পেয়ে থাকে, তাকেও স্থগিত, স্তব্ধ করে দেওয়া সম্ভব। এযাবৎ যতবারই পরিবেশবিদেরা আমাদের জীবনযাত্রা পাল্টানোর পরামর্শ দিতে গেছেন, প্রগতি, উন্নতি ইত্যাদির অনিবার্যতার দোহাই দিয়ে তাদের ফেরানো হয়েছে। বলা হয়েছে, বিশ্বব্যাপী বিশ্বায়নের কল্যাণে নাকি কোনোকিছু বেলাইন হওয়ার আশঙ্কা নেই। অথচ, আমরা ভুলে যাই যে বিশ্বায়নের এই ব্যাপক, অনিয়ন্ত্রিত বিস্তার তথাকথিত উন্নয়নের ভীতটুকু এতটাই নড়বড়ে করে রেখেছে যে তাতে উন্নতির উল্টোটা হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি।

বিশ্বায়ন যে শুধুমাত্র বৃহৎ বহুজাতিক সংস্থা, বাণিজ্যিক জোট, ইন্টারনেট বা ট্যুর অপারেটরগুলোর হাত ধরেই হয় তেমনটা কিন্তু নয়। পৃথিবীর সমস্ত সত্তা এবং বস্তুই কোনও না কোনওভাবে একে অপরের সাথে সংযুক্ত হয়ে বিশ্বজুড়ে অদ্ভুত সব সমষ্টির সৃষ্টি করে চলে। এই জুড়ে যাওয়া যেমন পৃথিবীব্যাপী উষ্ণতা বাড়ানো কার্বনডাইঅক্সাইড বা পরিযায়ী পাখিদের সাথে সাথে নতুন রকমের জীবাণু ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে সত্যি, তেমনটাই সত্যি করোনাভাইরাসের জীবাণু একজনের শরীর থেকে অন্যজনের শরীরে নিছক কাশির সাহায্যে ছড়িয়ে যাওয়ায়। একদিক থেকে দেখতে গেলে, এরকম যেকোনো জীবাণু একেবারে 'সুপার-গ্লোবালাইজার': লক্ষ- কোটি মানুষকে জুড়ে দেওয়ার ব্যাপারে এদের জুড়ি মেলা ভার।

এর ফল, এক অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার: হঠাৎই যেন এক ঝটকায় এতদিন আমাদের সবার চোখের আড়ালে থাকা একটা লাল বোতামওয়ালা মেশিন বেরিয়ে পড়েছে। যার স্টিলের হাতল টেনে রাষ্ট্রনায়করা দিব্যি সমস্ত উন্নয়ন চোখের নিমেষে স্থগিত করে দিতে পারেন। কাজেই, কয়েক মাস আগেও যা হয়তো নিছক কল্পকথার মতো শোনাতো, আজ তা প্রখর বাস্তব। যতই হোক, সাক্ষাৎ দুর্ঘটনা থেকে বাঁচতে যদি গাড়ি ঘোরানোর দরকার পরে, তবে তো আগে স্পিড একটু কমিয়ে নিতেই হয়।

তবে মনে রাখা দরকার যে এই সাময়িক বিরতি কিন্তু বিশ্বায়নের পৃষ্ঠপোষকদের কাছেও একটা সুযোগ। বিশেষত, যারা গত শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই নানা অছিলায় পৃথিবীর 'মায়া' কাটাতে ব্যস্ত, এই স্বাস্থ্যসংকটের অজুহাতে তারা সবরকম ভাবে নিজেদের আখেরটুকু আরো একটু গুছিয়ে নেওয়ারই চেষ্টা করবেন। সেটা কিরকম? এক হতে পারে, কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের সবরকম দায়বদ্ধতা বা দরিদ্রতম মানুষের নিরাপত্তাবলয়ে নূন্যতম অবদানের দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া। অন্য অনেকে হয়তো চেষ্টা করবেন পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে

---

[1] লেখাটি ফ্রান্সের অ্যানালাইজ ওপিনিয়ন ক্রিটিক (AOC) পত্রিকার ২৯শে মার্চ, ২০২০ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়: https://aoc.media/opinion/2020/03/29/imaginer-les-gestes-barrieres-contre-le-retour-a-la-production-davant-crise/। ইংরেজি অনুবাদ থেকে বাংলায় উপমন্যু সেনগুপ্ত দ্বারা অনূদিত।

যতটুকু যা আইন আছে সেগুলোকে পাকাপাকিভাবে বাতিল করানোর। অর্থাৎ, আরো স্পষ্ট কিন্তু তিক্তভাবে বলতে গেলে, পৃথিবীতে যত অতিরিক্ত, পরমুখাপেক্ষী মানুষ আছেন, তাদের একেবারে উৎখাত, নিকেশ করে দেওয়ার বিভিন্ন রকম প্রয়াস আগামী দিনগুলোতে দেখা যেতে পারে।[2]

বিশ্বায়নের পৃষ্টপোষকেরা যে জলবায়ু পরিবর্তন বা এর প্রভাব সম্বন্ধে সচেতন নন এমনটা কিন্তু মনে করা ভুল। বরং, বিগত প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে তাঁরা বিভিন্ন উপায়ে একদিকে এই সমস্ত প্রভাব অস্বীকার করে গেছেন ও একইসাথে এই বিপর্যয় থেকে নিজেদের বাঁচাতে সবরকম ব্যবস্থাও করে রেখেছেন। বলা বাহুল্য, এসব বিলাসবহুল, সুরক্ষিত দুর্গে সাধারণ অসহায় মানুষের প্রবেশ যাঁরা একেবারেই নিষিদ্ধ করে রেখেছেন তাঁদেরই রোজ ফক্স নিউজের বিতর্কগুলোতে আমরা অংশ নিতে দেখি। শ্রমের ফসল যে সবার উন্নতিসাধন করবে, সেরকম কোনো ছেলেভোলানো আধুনিকতার আদর্শবাদে কিন্তু এঁদের কোনো বিশ্বাস নেই। উপরন্তু, এই সময়ে যেটা ভয়াবহভাবে সত্য, সেটা হচ্ছে এই সুবিধাভোগীদের সেই অবিশ্বাসটাকে গোপন করার তাগিদ বা চক্ষুলজ্জার কদর্য অভাব।[3] অন্যদিকে, উদ্বেগজনকভাবে, জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে সংশয়ী মনোভাবও নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা প্রভাব ফেলছে, তা সে মস্কো, ব্রাসিলিয়া, নতুন দিল্লী বা ওয়াশিংটন, যেখানেই হোক না কেন।

চারিদিকের এই মৃত্যুমিছিল বর্তমান পরিস্থিতির ভয়াবহতার একটা দিক মাত্র। উন্নতির, প্রগতির বিশ্বায়নের সাময়িক বিরতিতে যাঁরা এর সর্বগ্রাসী ধ্বংসাত্মক দিকগুলো থেকে নিজেদের বাঁচাতে সক্ষম, তাঁরা এই অচলাবস্থার সুযোগ নিয়ে কিন্তু সবরকম বাজি খেলবেন। ভুললে চলবে না এঁরা বেশ বোঝেন যে জলবায়ু পরিবর্তনকে অস্বীকার করে খুব বেশিদিন পার পাওয়া সম্ভব নয়, এবং সেই লড়াইটা এঁরা আগে থাকতেই হেরে বসে আছেন। তাঁদের উন্নতির আখ্যান কোনোভাবেই দীর্ঘমেয়াদি টেকসই উন্নয়নের কোনো পরিকল্পনার সাথে খাপ খায় না। আর ঠিক সেই কারণেই এঁরা নিজেদের এবং নিজেদের সন্তান-সন্ততির জন্য যেভাবে সম্ভব যতটুকু সম্ভব একেবারে নিংড়ে এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে আত্মসাৎ করে নেওয়ার চেষ্টা করে যাবেন। আর আজকের এই অথনীতির চাকার সাময়িক থেমে যাওয়াটা এঁদের কাছে নিজেদের অন্তর্ধানটুকু গুছিয়ে নেওয়ার এক অপ্রত্যাশিত সুযোগ এনে দিয়েছে।[4] অদ্ভুত এই সময়ের বিপ্লবী যেন এঁরাই।

ঠিক এখানেই বিশেষভাবে উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন। এই সুযোগ কিন্তু আমাদেরও। এই স্তব্ধ স্থগিত সময় সবকিছু যাচাই-বাছাই করে, যা প্রয়োজন নয়, নিঃসংকোচে বর্জন করার। এভাবেই তো ঘুরে দাঁড়ানো, এগিয়ে চলা সম্ভব। সাধারণ বুদ্ধিতে যদি মনে হয়, "আবার আগের উৎপাদন ব্যবস্থায় যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি ফেরা যাক", তবে প্রত্যয়ের সাথে "না" বলাটাও দরকার, কারণ আগের সেই ভুলগুলোর পুনরাবৃত্তি আমরা কেউই নিশ্চয়ই আর করতে চাইব না।

দিনকয়েক আগে যেমন টিভিতে দেখি এক অবস্থাপন্ন ডাচ ফুলবিক্রেতা হাহাকার করছেন তাঁর টাটকা টিউলিপগুলো ফেলে দিতে হবে বলে। সেগুলোর পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে অর্ডার ছিল, কিন্তু প্লেন চলাচল বন্ধ থাকায় সবটাই বাতিল হয়ে যায়। দুঃখজনক সন্দেহ নেই, এবং এসব ক্ষেত্রে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এঁদের প্রয়োজন এবং ন্যায্য অধিকার। কিন্তু, তারপরে যখন ক্যামেরায় ধরা পড়লো কিভাবে অনেকটা জায়গা জুড়ে কৃত্রিম আলোয় আর মাটি ছাড়া উনি এই ফুলগুলোর চাষ করেন, আমার মনে হলো সত্যিই কি এই ধরণের অপচয়ী এবং একমুখীভাবে

---

[2] Matt Stoller,"The coronavirus relief bill could turn into a corporate coup if we are not careful", *The Guardian*, (Tuesday 24 March 2020): https://bit.ly/3ac2btn

[3] Bruno Latour, "We don't live on the same planet": http://www.bruno-latour.fr/node/782

[4] Danowski, Déborah, and Eduardo Viveiros de Castro. *The Ends of the World* (Translated by Rodrigo Nunes). London: Polity Press, 2016.

মুনাফাকেন্দ্রিক উৎপাদন চালিয়ে যাওয়ার কোনো মানে আছে? তার ওপর আবার যখন এই ফুলগুলো শিফোল বিমানবন্দর থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে দিতে না জানি কত হাজার হাজার গ্যালন জ্বালানি পোড়াতে হয়!

যেকোনো বৃহত্তর পরিবর্তনের মূলেই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অবদানটুকুও ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই, আমরা প্রত্যেকে যদি নিজেদের পরিধির মধ্যেই বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থা বিষয়ে কতগুলো জরুরি প্রশ্ন তুলতে পারি, বিশ্বায়নের একমুখী আগ্রাসনকে বেশ মোক্ষমভাবে সমষ্টিগত একটা বাধা দিতে পারবো। এই ভাইরাসটা যেমন ক্রমান্বয়ে নিজের সংখ্যাবৃদ্ধি করে একইসাথে বিশ্বায়নের এক অবাঞ্ছিত শরিক এবং শত্রু হয়ে উঠেছে, সেরকম আমরাও আলাদা আলাদা করে সাধারণ, দৈনন্দিন জীবনচর্যায় একেবারে আটপৌরেভাবে এই সামগ্রিক উৎপাদনব্যবস্থার যান্ত্রিকতাকে নিবৃত্ত করতে পারি। আবার, এটাও মনে রাখা দরকার যে এই প্রশ্নগুলো তোলার পাশাপাশি ঠিক কিরকম সামাজিক-অর্থনৈতিক সুরক্ষাব্যবস্থা আমরা দেখতে চাই, সে সম্বন্ধেও একটা সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন।

অতএব, ব্যাপারটা এখন আর উৎপাদন বাড়লো কি কমলো তার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। এই উৎপাদনভিত্তিক ব্যবস্থা ও নির্ভরতা থেকে কিভাবে একেবারে বেরিয়ে আসা সম্ভব সেটা ভাবতে হবে।[5] পৃথিবী, প্রকৃতি, এগুলোর সাথে আমাদের সম্পর্ক কি শুধুমাত্রই উৎপাদননির্ভর? এটা কোনো বিপ্লবের কথা নয়, বরং অল্প অল্প করে নিরেট একটা কাঠামোকে স্থানচ্যুত করে দেওয়ার প্রয়াস। পিয়ের শাবনিয়েরের দর্শন এই ভাবধারার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ: গত এক শতাব্দী ধরে সমাজতন্ত্র যেখানে শুধুমাত্র শ্রমের ফসল পুনর্বণ্টণ করার মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছে, এবার তার থেকে কয়েক ধাপ এগিয়ে চিন্তা করা দরকার যে পৃথিবীটা কি শুধুমাত্রই আমাদের অপরিমিত লোভ আর ভোগের উৎপাদনের ভান্ডার? অর্থাৎ, আর *উৎপাদনের পুনর্বণ্টণ* নয়, বরং *উৎপাদনের যৌক্তিকতা* নিয়েই প্রশ্ন তুলতে হবে।[6] এটা কিন্তু নিছক রোমান্টিকতা নয়, বরং একটা ক্ষুরধার, নিরবিচ্ছিন্ন বিচারপ্রক্রিয়া। তথাকথিত অপরিহার্য এই উৎপাদনব্যবস্থার প্রত্যেকটা অংশের ওপর প্রশ্নচিহ্ন বসিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে পরীক্ষা করতে হবে সেটা আমাদের কাছে আদপে কতটা প্রয়োজনীয়। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এই বিশ্লেষণ করাটা খুবই জরুরি।

অতএব, আমাদের জীবনযাত্রার অপরিহার্য ও বর্জনীয় দিকগুলো সম্বন্ধে সম্যক এবং বিশদ একটা বিবরণ খুব যত্নের সাথে তৈরী করতে হবে। প্রথমে ব্যক্তি ও পরে সমষ্টির স্তরে এই চর্চাই হবে বর্তমানের বাধ্যতামূলক বন্দিদশার উপযুক্ত সদ্ব্যবহার।[7] বিশ্বায়নের হোতাদের কাছে কিন্তু এই হিসেবগুলো আর সংকট-পরবর্তী সময়ের ছবিটা খুব পরিষ্কার: আগের অবস্থার একটা জোরালো প্রত্যাবর্তন। উপরি পাওনা, আরো বেশি করে জীবাশ্ম জ্বালানি ও বিশাল সব প্রমোদতরণীর যথেচ্ছ ব্যবহার। একটা বিকল্পব্যাবস্থার কাঠামো দিয়ে এই প্রত্যাবর্তনকে প্রতিহত করার দায়িত্ব কিন্তু আমাদের। যদি মাস দুয়েকের মধ্যে কোটি কোটি মানুষ একে অপরকে সুস্থ, সুরক্ষিত রাখার তাগিদে সামাজিক দূরত্বের পাঠ আয়ত্ত করে ফেলতে পারেন, বা স্বাস্থ্যব্যবস্থার উপর অপ্রয়োজনীয় চাপ কমানোর জন্য নিজেদের এক লহমায় ঘরবন্দি করে ফেলতে পারেন, তাহলে এই কাঠামো নির্মাণ ও উৎপাদনকেন্দ্রিকতার আমূল পরিবর্তনও সম্ভব। শুধু তাই নয়, এর ফলে যে *সংহতিপূর্ণ সামাজিক- অর্থনৈতিক সুরক্ষাব্যাবস্থার*

---

[5] Dusan Kazic, *Plantes animées- de la production aux relations avec les plantes, thèse* Agroparitech, 2019.

[6] Pierre Charbonnier, *Abondance et liberté. Une histoire environnementale des idées politiques*. Paris: La Découverte, 2020.

[7] বর্তমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে "ledger of complaints" সংকলন করার এই অনুধাবন পদ্ধতিকে লেখক "auto-description" বলে অভিহিত করেছেন এই বইটিতে: Bruno Latour, *Down to Earth: Politics in the New Climatic Regime*. Cambridge, UK: Polity Press, 2018। পরবর্তী সময়ে লেখক এই পদ্ধতির আরো বিশদ ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ Où atterrir গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে করেছেন।

উদ্ভাবন হবে, তা সক্রিয়ভাবে আগের অবস্থায় আমাদের ফেরত যাওয়া আটকাতে পারবে, আর বিত্তবানদের সবরকম সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নেওয়ার প্রবণতাকেও প্রতিহত করতে পারবে।

যেকোনো তত্ত্বকে একটু যাচিয়ে নেওয়ার তাগিদ থেকেই পাঠকদের অনুরোধ করছি নীচের কয়েকটি 'auto-descriptive' প্রশ্নের উত্তর দিতে। খুবই ভালো হয় যদি আপনারা উত্তরগুলোকে নিজেদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞাতার সাথে সম্পৃক্ত করতে পারেন। তবে শুধু নিজেদের মতামত প্রকাশই নয়, বরং এই অভিজ্ঞতাগুলোকে একটা সুচিন্তিত কর্মপ্রণালীর রূপ দেওয়াতেই এর সার্থকতা। পরবর্তী সময়ে এই উত্তরগুলোকে একত্রিত করেই হয়তো একেবারে বাস্তবে নিহিত এক ন্যায়সঙ্গত কর্মপন্থা নিরূপণ করা সম্ভব হবে।

এই সাময়িক কর্মবিরতির সুযোগে আসুন আমরা বর্তমান আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার বিভিন্ন দিকগুলোর একটা মূল্যায়ন করার চেষ্টা করি। নীচের প্রশ্নগুলির প্রথমে ব্যক্তিগত ও পরে সমষ্টিগতভাবে উত্তর দেওয়া যায় কিনা দেখি:

প্রশ্ন ১: আপনার মতে, স্থগিত হয়ে যাওয়া কোন কোন অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পুনরায় চালু হওয়া উচিত নয়?

প্রশ্ন ২: কি কারণে আপনার এই কার্মকান্ডগুলিকে অপ্রয়োজনীয়/ক্ষতিকর বলে মনে হয়? এর বিলুপ্তিকরণ/পরিবর্তন কিভাবে অন্য অনেক বেশি উপকারী কর্মকান্ডের সাহায্য করবে বলে আপনার মনে হয়? (একাধিক কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা করে লিখুন)

প্রশ্ন ৩: বিভিন্ন কর্মকাণ্ড স্থগিত/বাতিল হয়ে যাওয়ার ফলে যে শ্রমিকেরা কর্মহারা হয়ে পড়বেন তাঁদের কি কি উপায়ে অন্য শিল্পে/কার্যক্ষেত্রে পুনর্বাসন করা সম্ভব?

প্রশ্ন ৪: স্থগিত হয়ে যাওয়া, এমনকি একেবারে নতুন, কোন কোন কর্মকান্ড শুরু হওয়া উচিত বলে আপনার মনে হয়?

প্রশ্ন ৫: এই কর্মকান্ডগুলো কি কারণে প্রয়োজনীয় বলে আপনার মনে হয়? এর ফলে কি অপ্রয়জনীয়/ক্ষতিকারক কার্মকান্ডগুলির প্রভাব রদ করা সম্ভব হবে? (একাধিক কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা করে লিখুন)

প্রশ্ন ৬: এই নতুন কার্মকান্ডগুলিতে নিযুক্ত/আগ্রহী করে তোলার জন্য শ্রমিক/কর্মচারী বা শিল্পদ্যাগীদের কি উপায়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া বা সাহায্য করা সম্ভব?

(এবার আপনার উত্তরগুলো বাকিদের সাথে মিলিয়ে নিন ও আলোচনা করুন। এর ফলে, মোটামুটিভাবে মতৈক্যে এবং মতানৈক্যের একটা তুল্যমূল্য ধারণা পাওয়া সম্ভব হবে)